দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 3 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

225

শিক্ষাঙ্গন

কর্মমুখী শিক্ষা

শিক্ষার সাথে কর্মের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কর্মযোগহীন শিক্ষা ব্যবস্থা বেকারত্বের মত সামাজিক ও আর্থিক অভিশাপে সমাজকে পঙ্গু করে ফেলে। অপরদিকে, শিক্ষাঙ্গন থেকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠুক— এটাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, প্রকৌশলী, কারিগর, কৃষিবিদ ও যন্ত্রবিদসহ বিভিন্নমুখী পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠার যথাযথ সুযোগ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। উল্লেখ্য, এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার বৃহদাংশ জুড়ে আছে সাধারণ শিক্ষা। বৃত্তিমূলক তথা কর্মমুখী শিক্ষা এ ব্যবস্থায় উপেক্ষিত। শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সাধারণ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০ লাখ ২০ হাজার ৭শ' ৭৭ জন এবং কারিগরী শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষায় এ সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ৯শ' ৬০ জন মাত্র যা যথাক্রমে মোট শিক্ষার্থীর ৯৯% এবং ১% ভাগ। উল্লেখ্য, বৃটিশরা এদেশে এসেছিল সম্পদ নিতে। তাই তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এ পথকেই সুগম করেছিল। কেরানী ও সেবাদাস সৃষ্টিই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে আর কতদিন চলবে? এ অবস্থার সমাধান যে নেই তা নয়। সমাধানের লক্ষ্যে দ্বিমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাতে সকলেই বুঝতে পারে কোন ক্ষেত্রে কতজন শিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত, কতজন ডাক্তার, কতজন প্রকৌশলী, কতজন কৃষিবিদ, কতজন কারিগর ও যন্ত্রবিদ, কতজন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোক আছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন প্রয়োজন। যে শিক্ষায় জীবন ও জীবিকার ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখতে পারে না সে শিক্ষার কাজ কি? শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মুক্তবুদ্ধির পরিস্ফুটন ঘটবে এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপযুক্ততা লাভ হবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে।

চাকরি না পেলে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। থাইল্যাণ্ডে একসের ওজনের পেয়ারা ফলে। আমাদের বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়ে ও উর্বরা মাটি এ দু'য়ের সংযোগে কি না হতে পারে। সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পেক্ষাপটে ন্যূনতম শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়বস্তুতে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলে যাতে পড়াশুনা করে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ শিক্ষাকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে তজ্জন্য পাঠক্রমে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো প্রয়োজন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকালে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা হাতে-কলমে শেখানো যেতে পারে যাতে করে শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্ত শিক্ষাকালে বৃত্তিমূলক সংক্ষিপ্ত শিক্ষা নিয়ে কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। গ্রামের কৃষিভিত্তিক পরিবেশ ও শিল্পায়নের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

নবম ও দশম শ্রেণীর যে পাঠ্যক্রম চালু আছে তা গুণগতভাবে কতটুকু অগ্রসরমান এবং আত্মনির্ভরশীল ও কর্মোদ্যোগী হবার পক্ষে যথেষ্ট তা বিচার্য। ঐচ্ছিক তালিকার বিষয়গুলো যেমন উচ্চতর বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃতি, পালি, উচ্চতর গণিত, ললিতকলা আমাদের দেশের মত অনুন্নত ও দরিদ্রতর দেশের শিক্ষার্থীকে কতটুকু কর্মোদ্যোগী বা আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সক্ষম তা ভেবে দেখতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া যে সব বিষয়, যে সব বৃত্তিমূলক ও কারিগরী বিষয়াদি পড়ানো হয় সেগুলোর বিষয়বস্তু দেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং বাস্তবভিত্তিক করে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা যে থাকবে না তা নয়। প্রয়োজনের নিরিখে পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

—মোঃ আবদুস সাত্তার